BA-DFW

UTSAV 2024

ANNUAL PUJO MAGAZINE

DURGOTSAV 2024
EDITORIALS
OUR SPONSORS
ART EXHIBITION
BA-DFW VOYAGERS
DONORS & COMMITTEE MEMBERS

ISSUE NO. 41
NOVEMBER 2024

PRESIDENT'S NOTE

Dear All,

Subho Bijoya to your family and you. I would like to take a moment to express my deepest gratitude to everyone who contributed to the success of BA-DFW's 41st Durgotsav 2024 celebrations. To all our volunteers, performers, participants, and donors — thank you! Your unwavering support, enthusiastic participation, and dedication made this year's Pujo truly extraordinary. None of this would have been possible without the hard work and commitment of our volunteers, performers, their families, and, of course, each of you. Please give yourselves a well-deserved round of applause for a job exceptionally done!

Organizing an event of this scale comes with its own challenges, despite our best efforts to create a seamless experience. We have learned from our past celebrations and remain dedicated to continuous improvement, always striving to enhance our event. We warmly invite you to join us as volunteers, helping us make future celebrations even better for everyone.

Together, we have once again shown the strength of our incredible community, creating an unforgettable Durgotsav. With your continued support, I am confident that we will make our Pujo even stronger, more vibrant, and more spectacular in the years to come.

Thank you.

Anirudha Maitra

PRESIDENT, BA-DFW

1-day, 2-day or 3-day passes, full of fun, food & festivities, including cultural programs by renowned bollywood singers & local artists at a sprawling event center.

Our 2024 Durga Puja Protima & Mandap created by our local community members

Renowned Bollywood Singers from India entertaining us with their splendid performaces.

DURGOTSAV 2024

Our community volunteers at the Registration Booth at the pujo event center, eager to help.

Enchanting mandap decoration by our in-house decorration committee

Pushpanjali in progress at the gorgeous pujo mandap hall.

BA-DFW Durga pujo was covered by STAR Anondo on their “Bidesher Pujo Porikroma”. Thank you all for being a part of it!!

“Kumari” Pujo

DURGOTSAV 2024

Our esteemed purohits performed the rituals and ceremonies with precision and accuracy, providing spiritual guidance and support to all of us devotees.

As we bid her farewell for this year.
“Asche Bochor Abaar Hobe”

DURGOTSAV 2024

DURGOTSAV 2024

DURGOTSAV 2024

As we bid her farewell for this year. “Asche Bochor Abaar Hobe”

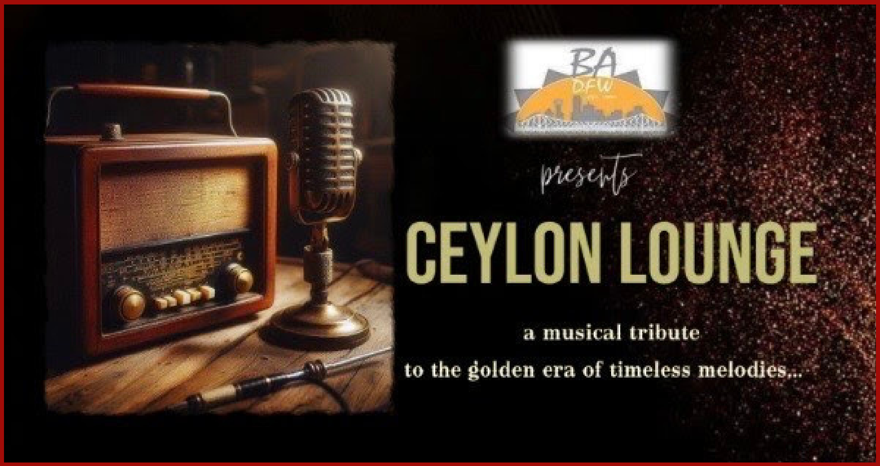

CULTURAL PROGRAMS BY TALENTED LOCAL ARTISTS & TROUPES

DURGOTSAV 2024

CULTURAL PROGRAMS BY TALENTED LOCAL ARTISTS & TROUPES

DURGOTSAV 2024

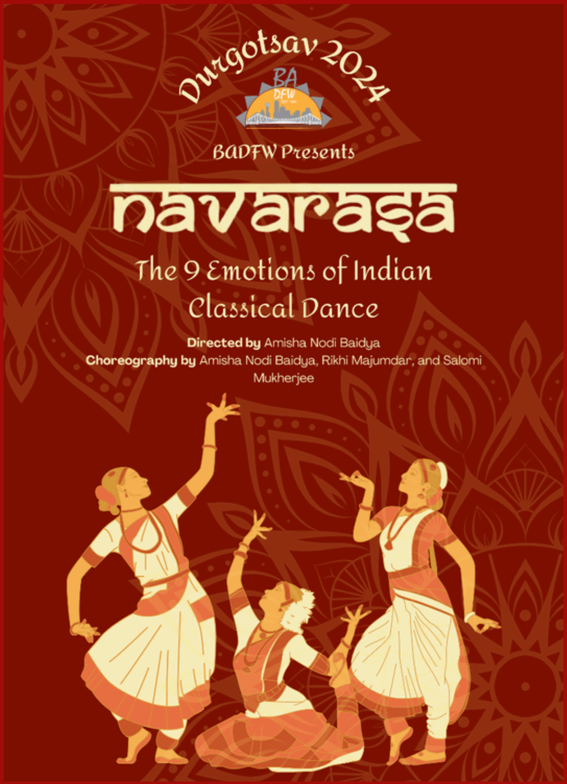

Happy Durga Puja

Bengali Association of Dallas-Fort Worth

SCHEDULE 2024

Maha Shasthi — 11TH OCT - FRIDAY

6:00PM - 7:30PM	Bodhon and Maha Shasthi
7:00PM - 9:00PM	Dinner
8:15PM	Auditorium doors open
8:25PM - 9:00PM	Inauguration
9:00PM -11:00PM	Richa Sharma Live

NOTE: ACCESS TO MANDAP & LOBBY CLOSING AT 7.45 PM

Saptami & Ashtami — 12TH OCT - SATURDAY

9:00AM - 11:00AM	Maha Saptami Pujo & Maha Ashtami Pujo
11:00AM - 11:30AM	Kumari Pujo
11:30AM - 12:30PM	Chandi Path & Sandhi Pujo
12:30PM - 1:30PM	Anjali
1:30PM - 2:30PM	Yagna
1:00PM - 3:00PM	Lunch
4:00PM - 5:00PM	Jhal Muri
4:30PM - 5:00 PM	Sandharati
5:00PM - 8:00PM	Local cultural program
8:00PM - 9:30PM	Dinner
9.15PM	Auditorium doors open
9:30PM - 11:00PM	Manomay & Akash Bhattacharya live

Nabami & Dashami — 13TH OCT - SUNDAY

10:00AM - 11:30AM	Socializing
10:00AM - 12:00PM	Maha Nabomi Pujo, Dashami Pujo, Anjali & Boron
12:00PM - 2:00PM	Lunch
1:45PM - 5:00PM	Local cultural program
5:00PM - 5:30 PM	Bishorjon
5:30PM - 6:30PM	Snacks
6:45PM	Auditorium doors open
7:00PM - 9:00PM	Snigdhajit Bhowmik Live
8:30PM - 10:00PM	Dinner

NOTE: ACCESS TO MANDAP CLOSING AT 2.30 PM LOBBY CLOSING AT 5.00PM

www.badfw.org

OUR SPONSORS

SUSMITA DEY

Maa Durga

RIYANSHI SINHA, 6 YEARS

Maa Durga

INDRAKSHI GHOSH, 9 YEARS

Maa Durga

ANAISHA GUHA, 9 YEARS

Maa Durga

ARIN SADHUKHAN, 8 YEARS

Maa Durga

BRISTY MAJUMDER, 11 YEARS

Maa Durga

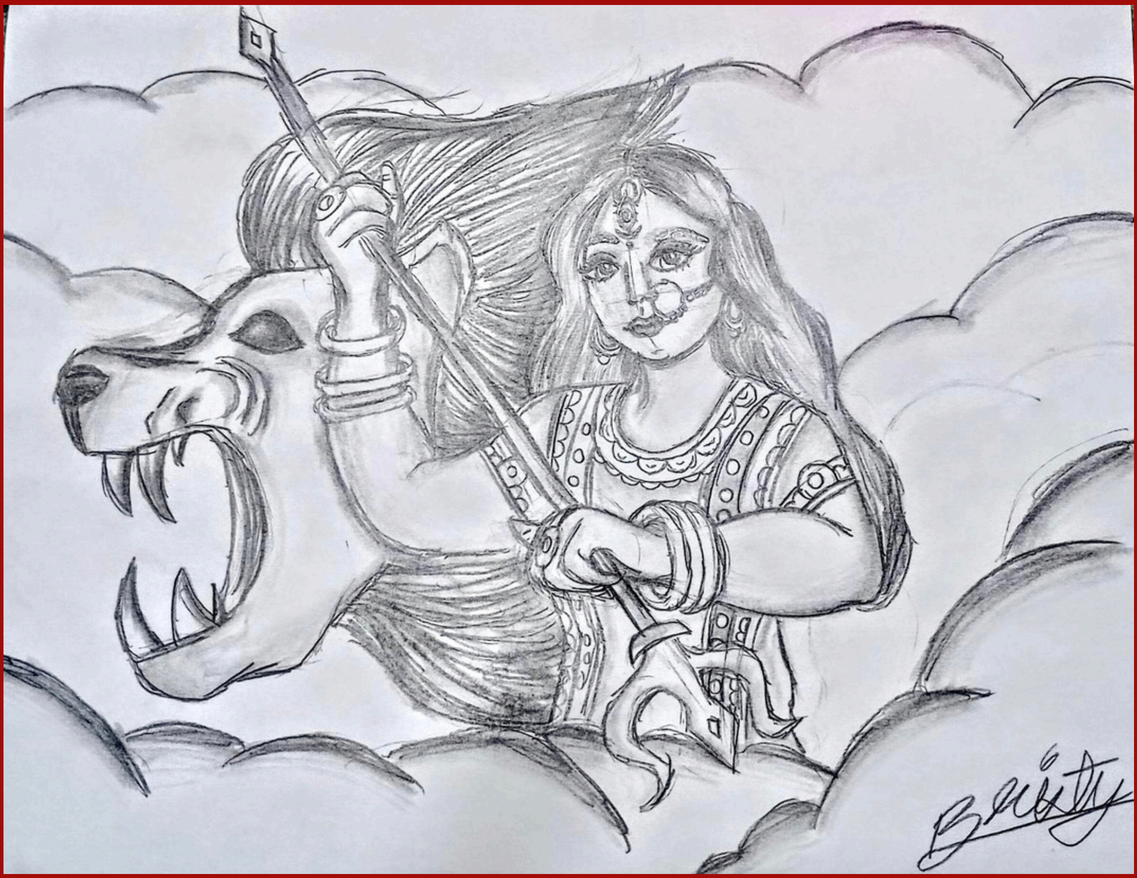

ARPIT MANDAL, 9 YEARS

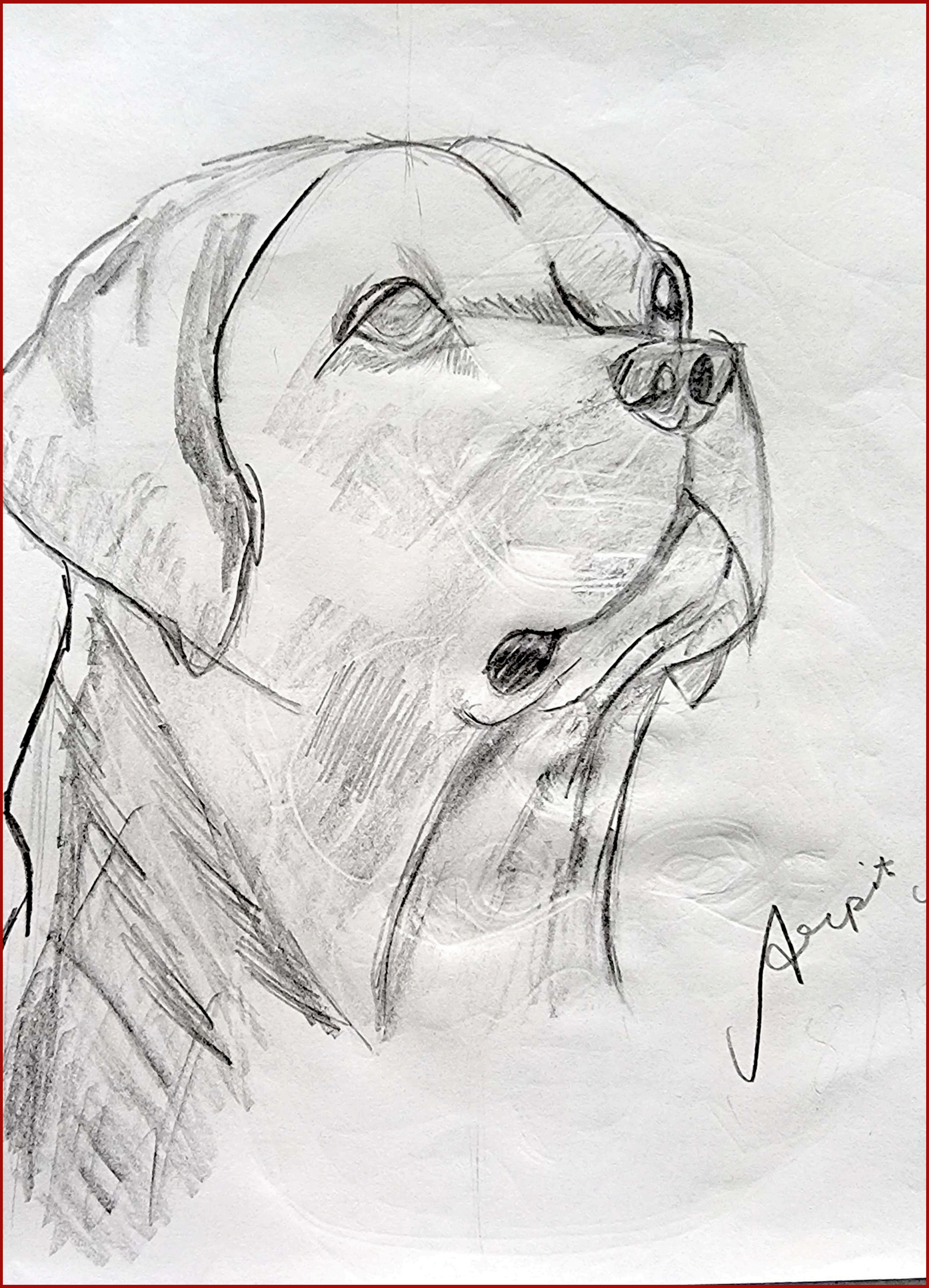

AMRIT MANDAL, 9 YEARS

ARCHIE SAHU, 4 YEARS

AISHINI PAUL

SHAYNA CHAKRABORTY, 7 YEARS

OUR SPONSORS

Shuvo Saradiya

MIRACLE STARTS FROM HERE
Miracle lending, LLC
Manju Mitra
Loan Originator
NMLS # 313512
Miracle Lending, LLC
Mobile: 214-924-5168
Email: reachme112003@yahoo.com

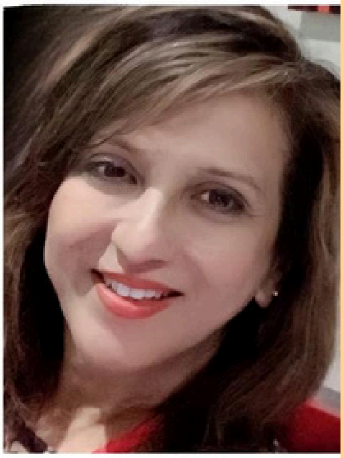

BEST TASTE ®
SWAD
IN TOWN

PATEL®
BROTHERS
"Celebrating Our Food...Our Culture"

পুজোর স্মৃতিচারণা

পুষ্পিতা মিত্র
ফ্লাওয়ারমাউন্ড, টেক্সাস

পুজোর স্মৃতির কথা বলতে হলে মনের মধ্যে কত স্মৃতি ভিড় করে আসে। প্রতি বছর পুজো আসার সময় যেমন মনে হতো কখন পুজো আসবে মানে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যেত, কিন্তু এবার সব কিছু অনেক আলাদা। এই বছর কলকাতায় ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ,অমানবিক ঘটনা আমাদের খুবই বিচলিত করেছে, আমরা মা দূর্গার কাছে প্রার্থনা করছি, "মা তুমি যখন আসবে তখন সাথে করে তিলোত্তমা র জন্য সুবিচার নিয়ে এসো"।

বর্তমানে, এই অস্থির পরিস্থিতির থেকে যদি টাইম মেশিন এ করে নিজের শৈশব, কৈশোরে যেতে পারি, তখন দুর্গাপুজোর আনন্দই আলাদা। আশ্বিনের নীল আকাশ জুড়ে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ,ঘাসের উপর শিশির বিন্দু,আর শিউলি গাছের নিচে ভোরে আছে সাদা শিউলি ফুলে। পুজোর জন্য নতুন জামা কেনা,পূজা বার্ষিকী ম্যাগাজিন কেনা সবার শুরু হয়ে গেছে, আর আমি আর ভাই অপেক্ষা করছি কখন মামাবাড়ি , পিষিবাড়ি থেকে নতুন জামা আসবে। আমাদের ছোটবেলায় কলকাতায় এত থিম পুজো হতো না, কিন্তু সারা কলকাতা সেজে উঠতো আলোতে আর পুজোর চার-পাঁচ দিন মাইকে গান বাজতো। মা র সাথে পুজোর প্যান্ডেলে সপ্তমী, অষ্টমী , নবমী পুজোর অঞ্জলি দিতে যেতাম। কিন্তু দশমী থেকেই বাজত মন খারাপের সুর, মা দূর্গা যেন বাঙালির ঘরের কন্যা , আবার প্রতীক্ষা শুরু হয়ে যায়, কবে আবার মা কৈলাশ থেকে ফের মর্তে আসবেন।
তারপরে শুরু হতো বিজয়া দশমীর উৎসব , মা দূর্গা কে ভাশান দেওয়ার পর আমরা সব ছোটরা বড়দের নমস্কার করতাম , আর কতরকম এর মিষ্টি , নোনতা আর নারকেলের নাড়ু খেতাম। শৈশবের মতো সেই সুন্দর রীতিও অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে।

শৈশব, কৈশোর সহ যৌবনের অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি ,এখন আমার প্রিয় শহর কলকাতা থেকে অনেক দূরে আমেরিকার ডালাস শহরে থাকি। কিন্তু জীবনে এতখানি পথ চলার পরেও দুর্গাপূজার উন্মাদনা বা প্রতীক্ষা এতটুকুও কমেনি। অদ্ভুত ভাবে কলকাতা থেকে ডালাস এত দূরে হলেও এই দূর্গা পুজোর সময় এখানেও সেই আশ্বিনের ছোঁয়া।রাস্তার ধারে ধারে কাশফুল ফুটে থাকে, নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায় আর আমাদের এখানের স্থানীয় পুজো কমিটি "বেঙ্গলি এসোসিয়েশন অফ ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ" এর তত্ত্বাবধানে আমাদের সবার পুজোর অনুষ্ঠানের রিহার্সালের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। আজ সতেরো বছর ধরে মার্কিন মুলুকে দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করছি, কিন্তু মহালয়ার দিন ভোরে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের গলায় মহিষাসুর মর্দিনী শুনে চোখ ভিজে যায় এখনো।

আমাদের এখানে তো দুর্গাপূজায় আলাদা করে কোনো ছুটি দেওয়া হয় না তাই এখানে শুক্র, শনি আর রবি এই তিন দিন পুজো হয়। সবাই স্কুল, অফিস আর বাড়ির কাজ সামলে তারপর আসেন পুজোর আনন্দে যোগদান করতে। আমাদের প্রতিমাকে এবং প্যান্ডেল কে প্রতিবছর যেমন ডেকোরেশন কমিটির সদস্যরা মিলে নিপুণভাবে সাজিয়ে তোলেন দর্শনার্থীদের জন্য, তেমনি আমাদের এই এসোসিয়েশনের সদস্যরাও কোনোভাবেই সাজ-সজ্জা বা ফ্যাশন এ কম যান না। এত ব্যস্ততার মধ্যেও মহিলা, পুরুষ , শিশু সবাই সুন্দরভাবে নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে উপস্থিত হন আমাদের এই তিন দিন ব্যাপী দুর্গোৎসবে সামিল হতে। দুর্গাপুজোর বোধন সহ সমস্ত নিয়ম সুন্দরভাবে পালন করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে থাকেন আমাদের পূজা কমিটির সদস্যরা। আমাদের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হলো দুর্গাপুজোর ভুরিভোজ, এখানে অষ্টমীর দিন দুপুরে যেমন খিচুড়ি ভোগ হয় আবার তেমনি নবমী এবং দশমীতে সবাই মিলে আমিষ খাওয়া হয়। সেই কাজ ও ফুড কমিটির সদস্যরা বছরের পর বছর ধরে সফল ভাবে করে চলেছেন। আর সারাদিনের পুজোর আনন্দ, খাওয়াদাওয়ার পর সন্ধেবেলা থেকেই আমাদের পুজো মেতে ওঠে আমাদের স্থানীয় প্রতিভাবান কলাকুশলীদের বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে। আমাদের কালচারাল প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট হলো বড়দের পাশাপাশি আমাদের শিশুশিল্পীরাও সমানভাবে নাচে-গানে অংশগ্রহণ করে। আমরা প্রবাসী বাঙালিরা সবসময় লক্ষ্য রাখি যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন বাঙালি সংস্কৃতি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির নির্যাস নিয়ে বড় হয়।ধীরে ধীরে স্থানীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর বিশেষ আকর্ষণ স্বরূপ মঞ্চে উপস্থাপন করা হয় কলকাতা অথবা ইন্ডিয়া থেকে আসা সেলিব্রিটি শিল্পীদের ,তারা তাদের অসাধারণ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে আমাদের সব শ্রোতার মন জয় করে নেয়।

মহালয়ার ভুরিভোজ, কুমারীপুজো, পুষ্পাঞ্জলি, ধুনুচিনাচ, দুর্গাপুজোর ভোগ খাওয়া, ঢাক বাজানো, নিয়ম মেনে সিঁদুর খেলা, প্রতিমা বিসর্জন সবকিছু পালন করেই ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায় আমাদের প্রবাসের দুর্গোৎসব। আবার অপেক্ষা বছরখানেকের আর সবার মনে একই সুর “আসছে বছর আবার হবে, আবার এস মা সবার জন্য শান্তি আর আশীষ নিয়ে”।

দুর্গা পূজা

(আমার চোখে)

কলমে – শান্তিময় কর

“আয় রে ছুটে আয়, পূজোর গন্ধ এসেছে,
ঢ্যাম কুড়কুড়, ঢ্যাম কুড়াকুড় বাদ্যি বেজেছে”।

বাঙালীর প্রাণের পূজো, মনের পূজো এবং গানের পূজো এই দুর্গা পূজার আসল মর্মই মনে হয় এইটাই। অবশ্য শুধু বাঙালীর পূজো বলি কেন, আজকের দিনে তো দুর্গা পূজা দেশে এবং বিদেশে সমগ্র হিন্দু জাতির এক মহোৎসব হয়ে উঠেছে। শরতের আকাশে বাতাসে পূজোর গন্ধ, পুজোর অনেক আগে থেকেই সমগ্র আবহে একটা আমেজ, একটা পুজো পুজো ভাবের অনুভুতি জেগে ওঠে। কাশের বনে হিন্দোল, ভোরবেলায় শিউলি তলায় রাশি রাশি ফুলের শয্যা, একটা মন স্নিগ্ধ করা ভাবাবেগ সঞ্চারিত হয় আমাদের মনে। এবারেও পুজো আসছে, এই আবহটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে মা আসছেন।

দুর্গা পূজা হল হিন্দুদের, বিশেষত বাঙালির উৎসব যা মন্দকে পরাভুত করে ভালকে প্রতিষ্ঠা করার উৎসব হিসাবে পালিত হয়। আমার চোখে দুর্গা পূজা হল মানুষের সব দুঃখ কদিনের জন্য ভুলে থেকে আগামীতে ভালো দিনের আশায় চেয়ে থাকা, উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে গা ভাসিয়ে আনন্দের আতিশয্যে মেতে থেকে মানুষে মানুষে ভালবাসা আর স্নেহের পারস্পরিক মেলবন্ধন ও শক্ত, মজবুত দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা। পুজোর কয়েকটা দিন সব দুঃখ, ব্যথা, হতাশা, নিরাশা ভুলে থেকে হাসি, মজায়, ভরপুর আনন্দ, নাচ গানে মেতে থাকা, মাতিয়ে রাখা। কালের সোপান বেয়ে সময় এগিয়ে চলে অবলুপ্তির পথে। পূজো আসবে, পুজো যাবে, কোনও মানুষ জানে না আগামী বছর সে কেমন থাকবে, কোথায় থাকবে, আদৌ ইহ জগতে থাকবে কি না -- তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভাবিত না হয়ে মানুষ পুজোর কটা দিন আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকে। আমার মতে দুর্গা পূজা এমন এক অনুষ্ঠান যখন নিত্য দিনের সঙ্গী দুঃখ, ব্যথা ভুলে থেকে আনন্দের সুর তুলে মহানন্দে বেঁচে থাকা যায় – হোক না সময়টা মাত্র কদিনের। আমার চোখে দুর্গা পূজা শুধুমাত্র মা দুর্গার আগমন, নানা উপাচার আর শাস্ত্রীয় মতে পুজো ও বিসর্জন নয়। আমার মতে মনের যত গ্লানি, আমিত্ব, অহংকার স্বার্থপরতা এবং আতিশয্য কে বিসর্জন দিয়ে মানুষের সাথে সখ্যতা ও ভালবাসার অটুট বন্ধন ও সম্পর্ক গড়ে তুলে ভাল মানুষ হওয়ার শপথ নেওয়া। আমার মনে হয় আজ কাল যে ভাবে মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিষ্ঠার চেয়ে আনুসঙ্গিকতাই বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। সাজসজ্জা, আলোর খেলা ও শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার মনোভাবটাই বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। অনুষ্ঠান হোক, কিন্তু সেটাই যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়।

দুর্গা পূজার কথা লিখতে গিয়ে স্মৃতির সোপান বেয়ে মনটা আমার চলে গেছলো আমার সেই ফেলে আসা দিনের বাল্যকালে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর (বর্তমান ঝাড়গ্রাম) জেলার গ্রামে আমার বাড়ী। সেই সময় আমাদের গ্রামে মাত্র একটি পুজো হত। অবশ্য তখনকার দিনে সব গ্রামেই প্রায় একটি করেই পূজা হত, কোন কোন গ্রামে হতই না। খুবই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান ছিল আমাদের গ্রামের পূজা। এমন কি মাইক ও বাজতো না। শুধু ঢাক বাজতো। তবুও আনন্দ, উল্লাস, উদ্দীপনার অভাব ছিল না আমাদের মধ্যে। তবে পূজা হত গভীর নিষ্ঠায়। পুজোয় চাই নতুন জুতো (কখনও জুটতো, কখনও না)। গ্রামে মাত্র এক জন দর্জি ছিল সে সময়। তিন মাস আগে থেকে জামা প্যান্টের কাপড় দর্জিকে দিলেও অনেক সময় পুজোর সময় পোশাক দিতে পারতো না। পুরনো পোশাকেই পুজো কাটাতে হত। নতুন পোশাক হাতে পেলেও এখনকার মত রোজ একটা করে নতুন পোশাক হত না বা সামর্থ্য ছিল না কিনে দেওয়ার। তাতেও কোন পরোয়া ছিল না। এক পোশাকেই চারদিন কাটিয়ে দিতাম মহানন্দে। প্যান্ডেলে কাঠি আইস্ক্রিম খেতাম। প্রতি রাত্রে গ্রামের যাত্রা দলের যাত্রা দেখতাম যাতে আমার বাবা কাকারাও অভিনয় করতেন। খুব হাসি পায় ভাবলে যে যাত্রা শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়তাম শতরঞ্জির উপর বসেই। আরও মজা লাগে ভাবতে যে বড় হবার পর ঐ দুর্গা পূজা এবং আমাদের গ্রামের মা চণ্ডীর পুজায় আমরাও যাত্রায় অভিনয় করেছি বহুবার।

অতীতের স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে স্মৃতির সোপান বেয়ে মনটা আমার পৌঁছে গেল আর একটি পূজার প্রাঙ্গণে। আমার দেখা ঐ পূজা আমার স্মৃতিতে চির অমলিন হয়ে থাকবে। ২০১৭ সালেও আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ডালাস বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের পুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার। মনে ভাবনা ছিল নিজের দেশে যে রকম সুন্দরভাবে মা দুর্গার পূজা হয়, সে রকম কি হবে এই বিদেশে? কিন্তু আমার সমস্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছলো মণ্ডপে গিয়ে। আমাদের গাড়ী যতই মণ্ডপের কাছাকাছি হতে থাকলো, ততই আমাদের মন প্রাণ উচাটন হয়ে উঠতে লাগলো। নানা উপাচারে ভক্তিপূর্ণ ভাবে এবং আড়ম্বর সহকারে বিধি সম্মত ভাবে পুজোর অনুষ্ঠান হতে দেখে মনে হতে থাকলো যেন কলকাতার কোন এক বড় পুজো মণ্ডপে উপস্থিত আছি। মনেই হচ্ছিল না দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কোন নতুন জায়গায় বসে আছি। মনে হচ্ছিল দেশের থেকে দূরে একটা দেশ আর ঘরের থেকে দূরে আর একটা ঘর খুঁজে পেয়েছি আমি। দুদিনের ঐ পুজোর সমগ্র অনুষ্ঠান আমরা সবাই মানে আমার স্ত্রী, কন্যা, নাতনি ও আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং গভীর ভাবে উপভোগ করেছি। আমার এই পুজোর অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন “প্রবাসে পূজো” শিরোনামে লিখে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন কে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ধন্যবাদ জানাই আমি পুজো কমিটিকে যে তাঁরা আমার সেই প্রতিবেদনটি ২০১৮ তে তাঁদের সুভেনিরে স্থান দিয়েছিলেন। সবচেয়ে ভাল লাগলো যে বছরের পর বছর ধরে সুদূর আমেরিকায় থেকেও

বাঙালি সত্ত্বা এতটুকু মলিন হয়নি। বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, কালচার বেঁচে আছে প্রবাসি বাঙালির মন, মানসিকতা, অস্থিতে, মজ্জায়। সেই মা, ঠাকুমার মত করে শাড়ি পরা, মেয়েদের গোলটেবিল বৈঠক, কম বয়সি মেয়েদের উচ্ছ্বাস, ছোট ছেলে মেয়েদের দৌড়াদৌড়ি, হাসি কান্না সত্যিই মনোমুগ্ধকর এবং হৃদয়গ্রাহী। সমস্ত ব্যপারটাই ভীষণ ভাল লাগছিল এবং উপভোগ করেছিলাম মনে মনে।

আমি সত্যি অবাক বিস্ময়ে ভাবছিলাম দেশ থেকে এত দূরেও বাঙালি তার প্রথা, তার সংস্কৃতি, নিষ্ঠা ও আচার বিচার ও পুজো পার্বণে মেতে ওঠার সহজাত প্রবৃত্তিকে সযত্নে পালন করছে। আমাদের মনেও হয়নি যে আমরা তাঁদের থেকে আলাদা। আমরাও যেন তাঁদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সারাদিন পুজোর উৎসবে মেতে থেকে দুদিনই আমরা হাজির হয়ে হয়েছিলাম সুসজ্জিত বিশাল প্রেক্ষাগৃহে সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে। কলকাতার নামী দামী সব শিল্পীদের গান বাজনায় মন ভরে উঠেছিল। সবচেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক ছিল ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পরিবেশিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এদের মধ্যে অনেকেরই ঐ দেশে জন্ম এবং পড়াশুনা। ইংরেজি উচ্চারণে আধো আধো বাংলায় কত সুন্দর করে তারা তাদের নিজের নিজের অনুষ্ঠান পরিবেশন করলো, তা দেখে এবং শুনে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থেকেছি।

বিদেশের মাটিতে বাঙালিদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কত সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশে দুর্গা পূজার আয়োজন এবং তার স্বার্থক রূপায়ন দেখে গর্ব হচ্ছিল। সবচেয়ে আমাকে যা অভিভুত করেছিল তা হল এতদূরে এতকাল ধরে বাস করেও বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, কালচার বেঁচে আছে প্রবাসী বাঙালির মন, মানসিকতা, অস্থিতে মজ্জায়। দুর্গা পূজার ঐ দুদিনের কথা কোনদিন মন থেকে মুছে যাবে না। বিদেশের মাটিতে বসে একি কম বড় প্রাপ্তি।

দুঃখ আছে, আছে তো সুখ
তাই নিয়েই তো পথ চলা,
দুখের মাঝে সুখ খুঁজে তাই
আনন্দেরই সুর তোলা।

Freezing Point

Subhajit Dutta

"The term freezing point describes a moment of transition, much as the melting point captures the moment when ice turns from a solid to a liquid। Every human has a freezing point, which is the temperature at which the fluids in their body begin to freeze।"

মানুষের মধ্যেও একটা freezing point থাকে। জীবনের কোনো মুহূর্ত, কিছু memories, সুদূর অতীতে ফেলে আসা কিছু স্মৃতি, তাকে বরফ করে দেয়। তাকে দেখে হয়তো বোঝা যায় না, সে হয়তো নিয়ম-মাফিক সব কাজ করে চলেছে, অফিসের কাজ করছে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারছে, উইকেন্ডে পার্টি করছে, কিন্তু তার মনের কোনো গোপন স্থানে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিছু একটা যেন freeze করে গেছে। সে যেন শতাব্দী প্রাচীন Iceberg র মতো Atlantic সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় উত্তাপের খোঁজে, কিন্তু স্মৃতির জাহাজ সেখানে ধাক্কা লাগে আর ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

আমার আজকাল যেন অনেকটা সেরকম মনে হয়ে। March, 2024 হটাৎ করে বাবা মারা যাবার পর আমি অনুভব করি মাঝে-মধ্যে ভিড় মাঝেও আমার যেন ঠান্ডা লাগে।

আমার অফিসে last 2-মাস ধরে renovation চলছে। Conference room, cubicles, server room, অফিস furniture সব জায়গাতে একটা reshuffling চলছে। Paint হচ্ছে দেওয়ালে। Paint এর গন্ধের মধ্যে যেন একটা নতুন-নতুন ব্যাপার আছে। পুজোর 1 week আগে সেদিন অফিসে পা দিতেই চারিদিক যেন হটাৎ জলছবি হয়ে গেলো। পুজোর আগে renovation আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। পুজোর আগে বাড়িতে চলতো পুরানো furniture এর জায়গা -বদল খেলা। আমি-বাবা-মা একদিকে, আর একদিকে খাট, Dressing Table (মায়ের বিয়েতে পাওয়া), সোফা আর আলনা। নীরব দর্শক TV আর stabilizer। তাদের জায়গা fixed। বাবা instructor\ইঞ্জিনিয়ার। মা planner\ interior-decorator। আমি হচ্ছি labor। খাট, Dressing Table , সোফা আর আলনার সাথে লুডো খেলা শেষ হলে চলতো সিলিং ফ্যান আর "তাক" পরিষ্কার। তখনকার দিনে "তাক" বলে একটা বস্তু ছিল যেটা এখন obsolete। বাবা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে, আমি কাঁধে, Trapeze artist এর মতো ব্যালান্স করে চলতো ফ্যান পরিষ্কার। "তাক" ছিল মায়ের Treasure Island। সারা বছর ধরে সেখানে মা নানা রকম জিনিস জড়ো করতো। মিডল -ক্লাস মানসিকতার একটা বড় problem হচ্ছে "Reuse effect"।

কোনো জিনিস ফেলা চলবে না। এদিকে কোথায় কখন সেটা use হবে সেটা কেউ জানে না। মা কে সেটা নিয়ে আবার কোনো question করা যাবে না। বাবার instruction ছিল আমাকে "তাক" উঠিয়ে সেটা পরিস্কার করানো। বাবা নিচে থেকে বলতো "ওটা কোনো কাজে লাগবে না, ফেলে দে"। মা চিৎকার করে বলছে একটাও ফেললে তোকে নিচে নামতে দেব না। আমি পঞ্চবটিতে হনুমানের মতো মা এর Treasure Island এ ঘুরে বেড়াচ্ছি। মাঝে-মধ্যে অবশ্য "তাকে" আনন্দলোক ম্যাগাজিন পাওয়া যেত। কারণ ওখানে আমার হাত পৌছাতো না। সব শেষে চলতো মাকড়সার ঝুল পরিস্কার episode। বাবা একটা চেয়ারের ওপর, মোরা রেখে সেটার ওপর balance করে দাঁড়িয়ে, Spider-Man এর মতো, লম্বা একটা ঝুল-ঝাড়া দিয়ে সিলিং এর প্রতিটা কোনায় মাকড়সা গুলোকে তাড়িয়ে বেড়াতো। মাঝে-মধ্যে উই পোকার বাসাও আক্রমণ করা হতো।

মাকড়সা, উইপোকা, "ক্যালেন্ডারের পেছনে লোকানো টিকটিকি", "সজনে গাছে শুয়োপোকা" সবাই এখন অজানা কোনো "তাকে" তোলা আছে। হাত বাড়ালেও যাদের ছোয়া যায় না। পুজো যেন একটা টাইমের Benchmark। পুজোর আগে সব পুরানো, পুজো এলেই সব যেন নতুন ঝক-ঝকে, পুরানো furniture যেন আবার নতুন। পুরানো জিনিস ঘাম ঝরিয়ে পরিস্কার করলে যেন আরো নতুন লাগে। প্যাকেট খুলে Latest i-phone ছোঁবার মধ্যে যে আনন্দ আছে, পুরানো স্মৃতি উল্টে -পাল্টে দেখার মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি রয়েছে।

অফিস থেকে সেদিন বেরিয়ে, বাইরে temperature 101 degree F। আমার গাড়িতে, AC is on full swing। রেডিওতে music বাজছে, আমার আঙ্গুল গাড়ির স্টিয়ারিং এ তাল দিচ্ছে। Automatic car যেন তার AI বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সবরকম চেষ্টা করে চলেছে আমাকে আরাম দেবার। রেডিওতে চলছে "বাপী লাহিড়ী Music Celebration"। গান বেজে উঠলো "Tarzan my Tarzan aaja main shikhau tujhe pyar kaise ho"। সাথে-সাথে গাড়ির windscreen এ flashback ভেসে উঠলো কতগুলো ছবি। পুজোর কয়েকদিন আগে, বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে কিনে নিয়ে এসেছে "Tape Recorder"। সে এক অদ্ভুত আনন্দের জিনিস। সাথে একটা হিন্দি গানের cassette "Tarzan", "Tape Recorder " সাথে free দিয়েছে। পাড়ার মোড়ে-মোড়ে তখন পুজোর সময়ে মাইকে চারিদিকে "Tarzaan" এর গান। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আমরা সবাই cousin রা মিলে, গোল করে বসে, loop এ শুনে চলেছি সেই গান। বাবা কে বলেছিলাম Tarzan সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতো। অনেকদিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম কেন বাবার জবাব ছিল "টারজান দেখবে? পিটিয়ে তক্তা করে দেব"। বাবা মাঝে মধ্যে তক্তা করে দিত।

কিছু জিনিস যা বহুদিন ধরে আনন্দ দেয় সেটাই হয়তো "Happiness"। আর এইরকম অসংখ্য মুহূর্তের rainforest বাবা-রা আমাদের আগলে নিয়ে একটা time-frame থেকে আর একটা time-frame এগিয়ে নিয়ে চলে। বাবা-রা সবাই "Tarzan"।

পুজোর কয়েকদিন আগে আমার এক বন্ধু পার্টিতে invite করেছে। City থেকে একটু দূরে। বেশ কিছু পরিচিত মুখ, সবাই সেজে-গুজে, একটা বেশ পুজো প্যান্ডেল পরিবেশ। আমরা একটা সাইডে চেয়ারে বসে আড্ডা মারছি। হটাৎ একজন দাদা বললো “Macy's এমন ‘Buy 2 get 1 free’ offer দিচ্ছিলো ফুল ফ্যামিলির জন্যে same জামা কিনেছি, কিন্তু ছেলে আর বৌ বলছে, কিছুতেই পরবে না”। ব্যাস সঙ্গে-সঙ্গে flashback। বাবা পুজোর জামা কাপড় কিনে এনেছে। আমার আর cousin দের জন্যে এক থান কাপড় কেটে নিয়ে আসা হয়েছে। তখন readymade জামা-কাপড় খুব একটা পাওয়া যেত না। আমি আর cousin প্রতিবাদ করছি, প্রতিবার এক জামা-কাপড় পরব না। পাড়ায় সবাই দেখে হাসে। দত্ত বাড়িতে পুজোর জামা-কাপড়, পর্দা, Bed-Cover সব প্রিন্ট সমান। বাবা বুঝিয়ে চলেছে জামার “Print” টা কত সুন্দর। আমরা কলকাতার “Junior Doctor” দের মতো আমাদের দাবি থেকে নড়ছি না। বাবা বেশ কিছুক্ষন বলার পর অধৈয্য হয়ে বললো, “এই জামা-কাপড় ছাড়া আর কোনো option নেই, ওটাই পরতে হবে”। বাবা-রা রেগে গেলে কোনো আর্গুমেন্ট যায় না, এক্কেবারে autocratic, full and final statement। আমরা, cousin রা বুঝে গেলাম আমাদের দাবি আমাদেরই মানতে হবে। পুজোর নতুন জামা-কাপড় মানেই পাড়ার “Modern Tailor”। Tailor কাকু নানা-রকম ভাবে মাপ নিয়ে খাতায় নোট করা শুরু করলেন। হটাৎ বাবা পাশ থেকে বলে উঠলো, দেখবেন তো ওদের প্যান্টে কোনো নতুন Pleat দেওয়া যায় কি না ? Tailor কাকু সঙ্গে -সঙ্গে একটা catalog বার করলেন আর বললেন “দাদা ! Pleat এর making charge একটু বেশি”। বাবা বললো, “সিলেক্ট কর কোনটা লাগাবি”। Catalog এ "মিলিন্দ সুমন" দাঁড়িয়ে আছে নানা রকম প্যান্টের Pleat design নিয়ে। সেই দিন বুঝতে পারলাম freedom to express freewill is very confusing in democracy। Perpendicular, horizontal, cross, একটার ঘাড়ে আর একটা, কোমর থেকে তলা অবধি, কোনোটা আবার কোমর থেকে পেছন অবধি টানা। অনেক ভেবে-চিনতে, catalogue এর পাতা বারবার উল্টে-পাল্টে একটা select করা হলো। সেইবার পুজো মণ্ডপে গিয়ে মনে হচ্ছিলো যেন সবাই including “মা দূর্গা”, আমার প্যান্টের দিকে তাকিয়ে আছে।

এখন সব জামা-কাপড় readymade। কিন্তু মাঝে-মধ্যে মনে হয়ে সেই থানের প্যান্টে একটু পা ঢোকাতে পারলে ভালো হতো। স্মৃতি ব্যাপারটা ছোট হয়ে যাওয়া জামা-প্যান্টের মতো। যত বয়স বাড়ে ততো যেন জাপ্টে ধরে।

যত বয়স বাড়ে মানুষের মধ্যে freezing point বাড়তে থাকে। সে উত্তাপ খুঁজে বেড়ায়। অফিসের কাজে, পার্টিতে, Relationship এ, ভীড়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কোনো উত্তাপ, কিছু বরফ গলাতে পারে না। বাবা সেইরকম মনের কোনো গহন কোনায় freeze হয়ে থাকবে। সারা দিনের নানা কাজের মধ্যে flashback এ ফিরে-ফিরে আসবে। এইবার পুজোটা একটু ঠান্ডা, অন্যমনস্ক কাটবে।

OUR SPONSORS

"Voices of Youth" or VoYagers *is BA-DFW's youth forum, dedicated to community outreach in the Dallas Fort-Worth metroplex.*

We are the youth club of the Bengali Association of Dallas and Fort Worth. There are over 60 kids in the age range of 10-17 years belonging to the BA-DFW community who are enlisted to this club.

On the Journey to Help

BA-DFW VOYAGERS

The VoYagers forum provides a platform for the young people in our community to volunteer their time and effort towards worthy charitable causes. In the process, they are also able to interact meaningfully with each other, and acquire valuable skills related to planning, discipline, leadership and responsibility. All our young VoYagers are eligible to earn school credit through this volunteer opportunity. Every year they become a crucial part of our BADFW team who helps in various activities. They continue to work with other charitable organizations through out the year.

BE A VOYAGER: **VOYAGERS@BADFW.ORG**

BA-DFW VoYagers

Donations

BADFW Voyagers organized several Fundraiser events during the BADFW Durga Puja 2023 which raised **$2,257.42**.

These fundraiser events included snacks, paan corner and photo booth during Pujo. Voyagers donated to various charitable organizations as shown below.

Charities Donated To

- ANEW charity - **$200.00**
  supported 2023
- Feed My Starving Children - **$250.00**
  supported 2023
- VNA (Meals on Wheels, Dallas) - **$250.00**
  supported 2023
- Ronald McDonald House of Dallas - **$781.50**
  supported 2024
- Snacks Donations to Lovepacs - **$210.36**
  supported 2024
- Birthday favors donation - **$293.00**
  supported 2024

Charities Supported 2023- 2024

WE ARE THE VOYAGERS

Volunteering at BA-DFW Events

WE ARE THE VOYAGERS

Packing Food for those in need

WE ARE THE VOYAGERS

Fundraising for Noble Causes

🎉 Exciting news! BADFW Voyagers has now achieved PVSA accreditation! 🌟🎉 🌟

Mentors

adhikary.runa@yahoo.com   sagarika.dutta@gmail.com

BA DFW
VoYagers
We
Need
You
JOIN OUR TEAM
Who can join
the children of the BA-DFW community in grade KG to 12 (who are not yet enlist
Email voyagers@badfw.org
Full name of the kid, grade, parent(s) full name and contact details

OUR SPONSORS

DAILY FRESH ★ CHAATS ★ STREET FOOD ★ WWW.RKUSA.COM ★ FRESH SNACKS ★

RAJULA'S KITCHEN®

INDIAN VEGETARIAN EATERY!

INDIA BAZAAR®

nobody gives you india like we do!™

with best compliments

FROM

MitA & PALLAB CHATTERJEE

with
best
compliments
FROM

PiYAL
&
HiRAN BHADRA

with

best compliments

FROM

ANU & ARUN AGARWAL

SAGARIKA & ARUP BHATTACHARYA

PAYAL & ABHIJIT DAS

SRABONI & RANA LAHIRY

SABITA & BIKASH SAHA

SANCHITA & ANDY DE

with

best compliments

FROM

RANU & AMAL BAIDHYA
SUPARNA & MANAS CHAKRABORTY
CHANDRIMA & RAJAT DEB
LOPA & DEBRAJ GHOSH

SHUBHAJIT & PARNA DUTTA
MRS & DR S.C. SAHA

with **best compliments** FROM

DEBJANI & SUBHO BANDOPADHAY

MADHURI & TUSHAR BASU

JONAKI & ARINDAM BHATTACHARYA

BIDISHA & NEIL BHATTACHARYA

ANAMIKA & TATAGATHA CHATTERJEE

GARGI & ABHIJIT DASGUPTA

SHREYASEE & SAGNIK DEY

RAJA KAR

GARGI & SANJAY MAZUMDAR

BRINDA & SANJOY MUKHERJEE

ARPITA SANYAL

KABERI & SABYASACHI SANYAL

ARPITA & ARPAN SARKAR

with **best compliments** FROM

SURMITA & SASHVATA CHATTERJEE
PAMELA & SHREEDEEP MITRA
MONALISA & PRADIP MITRA
PAPRI & ANEEL NATH
RIYA & RAJA ROY
DEBANJANA & JOY SENGUPTA
APARAJITA & RAJIB GHOSH
SUTOPA & PARTHO GHOSH
SHARMISHTA & SUBHENDU LAHIRI

LALTI & RAJAT CHAUDHURI
AMRITA & DEBODEB DATTA
SHARMI & PRIYANKAR DATTA
SUJATA & PRABIR MAJUMDAR
MOUMITA & SATRAJIT SAHA

with best compliments FROM

ALAKANANDA & TARUN BASU
SUBHADIP BERA
ASIS BISWAS
PAULAMI BISWAS
SHARMILA & RANAVIR BOSE
ARINDAM BOSE
SUDESHNA & DEBANJAN CHAKRABORTY
SUCHANA CHAKRAVARTY
RADHA & AMITAVA CHATTERJEE
RUKMI CHATTERJEE &
KINSUK CHAKRAVORTY
CHANDREYEE & SOUMYADEB CHAUDHURI
SOUMABHA DAS
SHARBARI DEY
KUSHUMIKA & ARIJIT GANGULY & PAL
JAY GHOSH
SUMITA & ASOK GHOSHAL
SALOMI & SHIBU GOPE
PROSENJIT KANJILAL

RIMA & SUBHRO LAHIRY & MITRA
RIKHI & INDRAJOY MAJUMDER
UTTAMA & JAYDEEP NAG
SANHITA PANJA CHANDRA
DEBDULAL & SUMANA PRAMANIK
PRIYA PAUL
AYTREE & SAMBIT RAHA
MAYURI & JAYANTA RAY
AYESHA & ANISH RAY
SANGEETA & ARINDAM ROY
MANJULA & PULAKESH SAHA
TAPATI SARKAR
MAINAK SARKAR
KRIPANATH SOM
SHILPI AND RAYAN CHOUDHARY
ANINDHITA & SOMNATH DAS
SONA PAL & ANINDYA PODDER
SUCHORITA & RANODEEP SINHA
SHIBANWITA & SUPRATEEM GHOSH

with *best compliments* FROM

BENGALI ASSOCIATION OF DALLAS-FORT WORTH

Executive Committee 2024 -25

Anirudha Maitra - President

Shubho Biswas - Vice President

Debraj Ghosh - Secretary

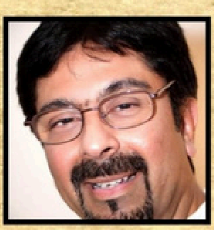

Subho Bandopadhay - Treasurer (Acting)

Ranu Baidya - Committee Member

Subhajit Dutta – Committee Member

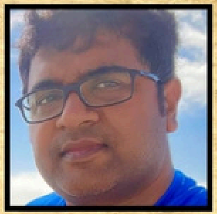

Joy Sengupta - Committee Member

Debjani Bandopadhay - Ex Officio, Immediate Past President

with **best compliments** FROM

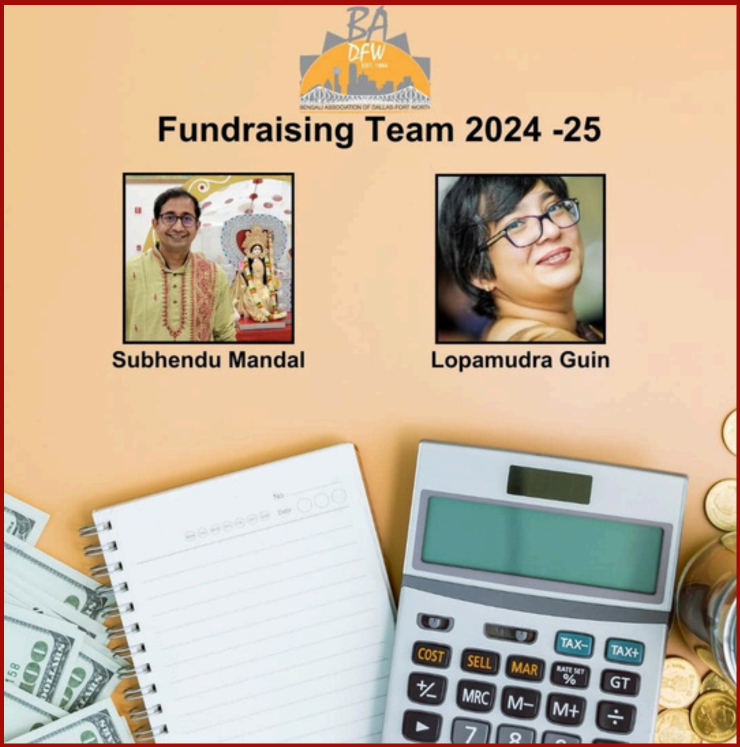

with **best compliments** FROM

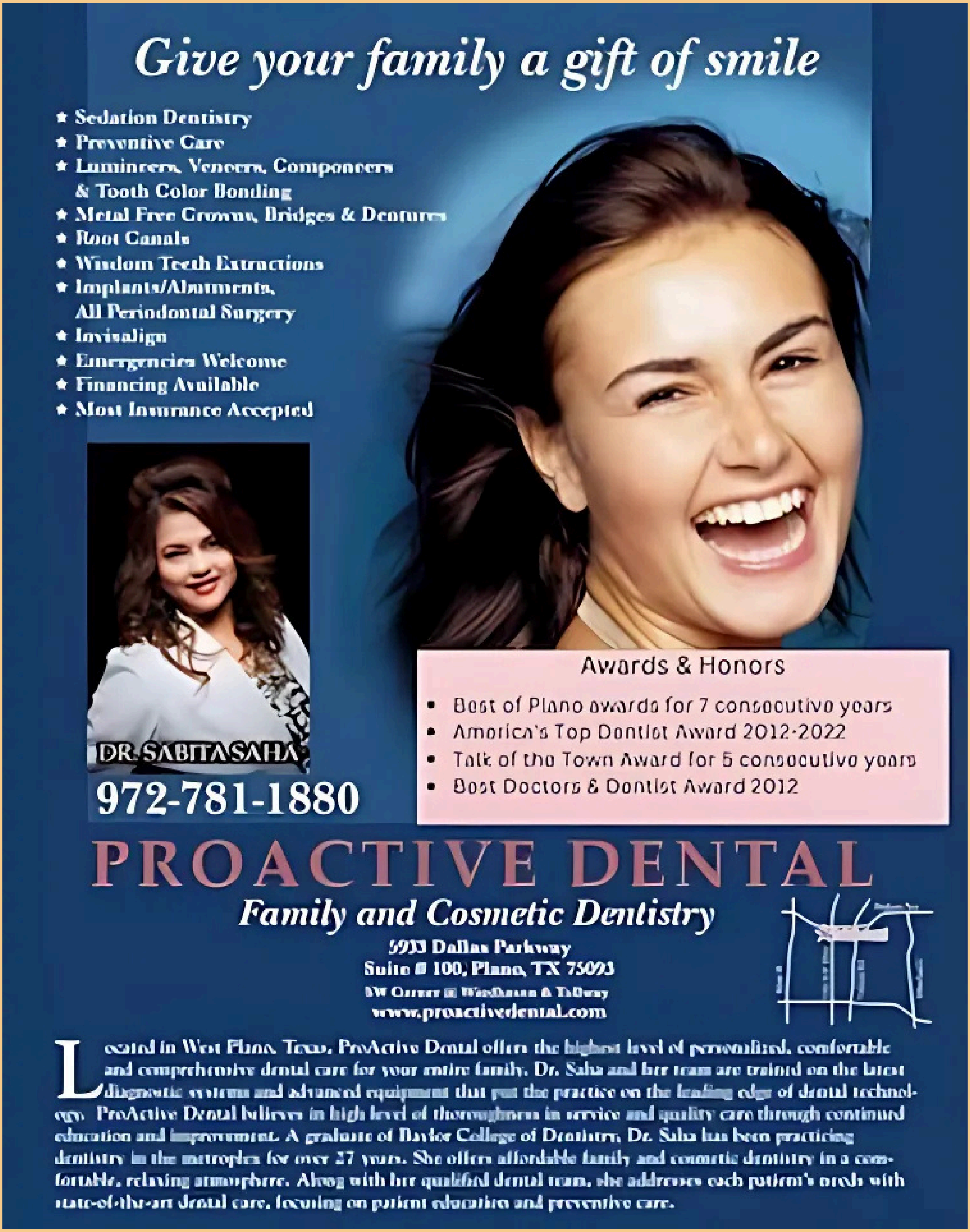
Give your family a gift of smile
★ Sedation Dentistry
★ Preventive Care
★ Lumineers, Veneers, Componeers & Tooth Color Bonding
★ Metal Free Crowns, Bridges & Dentures
★ Root Canals
★ Wisdom Teeth Extractions
★ Implants/Abutments, All Periodontal Surgery
★ Invisalign
★ Emergencies Welcome
★ Financing Available
★ Most Insurance Accepted
DR. SABITA SAHA
972-781-1880
Awards & Honors
• Best of Plano awards for 7 consecutive years
• America's Top Dentist Award 2012-2022
• Talk of the Town Award for 5 consecutive years
• Best Doctors & Dentist Award 2012
PROACTIVE DENTAL
Family and Cosmetic Dentistry
5933 Dallas Parkway
Suite # 100, Plano, TX 75093
www.proactivedental.com

BA-DFW

NOVEMBER 2024

This magazine is a periodical publication, which can either be printed or published electronically. It is issued regularly, usually every year after the annual Durga Puja celebrations, and it contains a variety of pujo events and local community content. This can include articles, stories, paintings, event photographs, and advertisements.

ISSUE NO. 41